দৈনিক সংবাদ

146

তারিখ ... 02 SEP ...
পৃঃ 7 কলাম ৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ □ হাটহাজারী থানার ওসি গুলিবিদ্ধ □ আহত ২৫

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। চট্টগ্রাম ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিবির-ছাত্রলীগের মধ্যে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে হাটহাজারী থানার ওসিসহ উভয়পক্ষের ২৫ জন আহত হয়েছে। প্রায় ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে উভয়পক্ষ ২৫/৩০ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে। পরে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে শিবির নেতা আবদুল মজিদকে গ্রেফতার করে। ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। বেলা দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সোহরাওয়ার্দী হলের মোড় থেকে ঘটনার সূত্রপাত হয়। এ সময় শিবির একটি মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় পাশের শাহ আমানত হল থেকে আসা ছাত্রলীগের মিছিল মুখোমুখি হয়। মুহূর্তের মধ্যে উভয় সংগঠনের কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। ১০ মিনিট পরই উভয় পক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ সময় পুলিশ সংঘর্ষ থামাতে এগিয়ে এলে কর্তব্যরত হাটহাজারী থানার ওসি মাহফুজ গুলিবিদ্ধ হন। সংঘর্ষকালে শিবির নেতা মেজবাহ উল করিমসহ ২৫ জন আহত হয়। ঘন্টাখানেক পর পুলিশ কাঁদানে গ্যাস সেল ছুড়ে ও লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ আবদুল মজিদ নামে একজন শিবির নেতাকে গ্রেফতার করে।

এ ঘটনার জের ধরে শিবির বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস (নং চট্টগ্রাম জ-১২৭৪) ভাঙচুর করে। এছাড়া ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সম্পাদক আলী মুর্তুজার মোটর সাইকেল ভাঙচুর করে। এর আগে শিবির সকাল পৌনে ৮টায় নাজিরহাট থেকে বিশ্ববিদালয়গামী একটি বাস হাটহাজারী থানার মুন্সী পুকুরপাড় এলাকায় ভাঙচুর করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজিত না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অভিভাবক মহল এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রঐক্য ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য গতকাল ক্যাম্পাসে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সঞ্জয় তলাপাত্র হত্যাকারীদের গ্রেফতার দাবিতে পৃথক মিছিল সমাবেশ করেছে। তারা সঞ্জয়ের খুনি শিবির কর্মীরা ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে বলে অভিযোগ করেন।